দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

45

দেশের মেডিকেল স্কুলসমূহে ৭ বছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ

।। আবদুল মান্নান ।।

দীর্ঘ ৭ বছর যাবত দেশের মেডিকেল স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রয়েছে। কোন রকম কাজ-কর্ম ছাড়াই সরকারকে বিগত ৭ বছরে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবত ১৬ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। এই সব মেডিকেল স্কুল বন্ধ থাকায় দেশে মাঝারি ধরনের চিকিৎসক তৈরী আর হচ্ছে না। এসব মেডিকেল স্কুল থেকে ৩ বছরমেয়াদী মেডিকেল ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়ে আসছিল। এই সব স্কুল বন্ধ রাখার ফলে গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মাঝারি ধরনের চিকিৎসক প্রেরণ করে চিকিৎসা ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতি বছর বিনা চিকিৎসা ও অপচিকিৎসায় হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সরকারের সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু কোন স্বাস্থ্য নীতি না থাকার কারণেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে পর্যবেক্ষক ও অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামবাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকে নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৬ সনে তৎকালীন সরকার দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি (ফরিদপুর, নোয়াখালী, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল চালু করেন। যা

৬-এর পাতায় দেখুন

মেডিকেল স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরবর্তী সময় ১৮-তে উন্নীত হয়।

একটি সূত্রে প্রকাশ, মেডিকেল স্কুলসমূহে ছাত্র ভর্তি বন্ধ থাকার পর বিগত '৯৩ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি ছাত্র ভর্তি বা ভর্তির কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। এ সকল মেডিকেল স্কুল হতে ৩ বছরমেয়াদী মেডিকেল ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক অনুষদ 'ডিপ্লোমা অব মেডিকেল ফ্যাকালটি সনদ' প্রদান করা হয়। তারা বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানেরও অধিকারী। ডিপ্লোমা চিকিৎসকদের অভাবে দেশের আড়াই হাজার পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার মতো অচিকিৎসকদের দ্বারা চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে এসব মেডিকেল স্কুল বন্ধ রেখে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে অহেতুক বেতন বাবত ৭ বছরে ১৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সূত্র জানায়, ছাত্র ভর্তির সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় যথাসময়ে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে গত বছর নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে পূর্বের ছাত্র ভর্তির নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও এক অজ্ঞাত কারণে পুনরায় একটি নীতিমালা তৈরী করে এবং তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জনৈক ডাক্তার কর্মকর্তার নিকট ফাইলটি এক অজ্ঞাত কারণে প্রায় ৪ মাস আটকা পড়ে থাকে এবং জটিলতার সৃষ্টির করা হয়। নীতিমালা অনুমোদন না করে মেডিকেল স্কুল খোলার আদৌ প্রয়োজন আছে কি-না তা স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদের মাধ্যমে গঠিত এক টীমের জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট (ডিপ্লোমা ডাক্তার) এবং এমবিবিএস ডাক্তারদের সেবার মান ও প্রেসক্রিপশনের ধরন একই রকম। অথচ একজন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট তৈরী করতে ৩ বছরে ৫০ হাজার টাকা এবং ৫ বছরে একজন এমবিবিএস ডাক্তার তৈরী করতে ৮/১০ লাখ টাকা খরচ হয়। তদুপরি এসব পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না এবং অনেকেই গিয়ে থাকেন না। মেডিকেল এসিস্ট্যান্টদের পদবী ও পদোন্নতি নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও বিগত ১৫ বছরেও সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক সভায় মেডিকেল এসিস্ট্যান্টদেরকে উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার পদবী প্রদান এবং যথাযথ স্কেল প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মেডিকেল স্কুলে ছাত্র ভর্তি এবং মেডিকেল এসিস্ট্যান্টদের পদোন্নতির সুযোগ প্রদানের দাবীতে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল এসোসিয়েশন দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন ও অবস্থান ধর্মঘট করে আসছে। সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এসব চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার মুখে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বস্থ্য নিশ্চিত করতে চাইলেও তা বাস্তায়নে আন্তরিক নয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত কার জন্য ডিপ্লোমা মেডিকেল কোর্স অব্যাহত রাখা জরুরী একথার বিকল্প নেই।